بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুমআ

"খোদাতাআলার বিধান কার্যকরী না হয়ে থাকতে পারে না এবং শত্রুর হিংসুকদৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি নিজ জামাতকে বৃদ্ধি করতে থাকেন ও পৃথিবীতে উন্নতি দান করতে থাকেন। নিঃসন্দেহে এটির নিজস্ব সত্তাই আমাদের জন্য বড়ই আনন্দের বিষয় কিন্তু তার সাথে আমাদেরকে নিজ দায়িত্বাবলীর দিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করে, এই উদ্ধেশ্যাবলীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে জন্য আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বয়াতের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি"।

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন যে,- এই দিনগুলি কাদিয়ানে বাৎসরিক জলসার দিন। আগামিকাল হতে ইনশাআল্লাহতাআলা কাদিয়ানের বাৎসরিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে। কাদিয়ানের জলসা সালানার বিশেষ গুরুত্ব এ দিক হতেও আছে যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর জন্মভূমিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এটিই তিনি (আঃ) আল্লাহতাআলার নিকট হতে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে জলসার সূচনা করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) নিজ বিভিন্ন খুতবাগুলি এবং বক্তৃতাবলীর মাধ্যমে জলসা সালানার প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে সেই যুগের তথ্য দান করেন যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর যুগ ছিল এবং জামাতের সূচনাকাল ছিল। এখন আমি এরই আলোকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো। প্রারম্ভিক যুগের জলসার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এক স্থানে নিজ শৈশবের অনুভূতি ও জামাতের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে,- 'এটি ১৯৩৬ সনের ঘটনা হবে। আমার বয়স তখন আনুমানিক সাত বা আট বছর হবে। আমার এটুকু স্মরণ আছে যে, সেখানে একত্রিত হওয়া মানুষের চতুর্দিকে আমি ছুটে বেড়াতাম আর খেলে বেড়াতাম। আমার নিকট সেই যুগ হিসাবে আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল এটি যে, সেখানে কিছু ব্যক্তির সমাগম ছিল সেখানে একটি দরি বা গালিচা বিছানো ছিল যার উপর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর আশেপাশে সহযোগী বন্ধুগণও ছিলেন যারা জলসা সালানার ইজতেমার নামে একত্রিত হয়েছিলেন। দেড়শত বা দুইশত মানুষ হবে শিশুদেরকে নিয়ে আনুমানিক আড়াইশত লোকের সমাগম ছিল বলে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ঘোষণাও করেছিলেন। আমার স্মরণে আছে যে, দুই-তিনবার সেই গালিচার স্থান পরিবর্তন করা হয়, আজ যে সমস্ত লোকেরা কাদিয়ানে জলসা উপলক্ষ্যে একত্রিত হয়েছেন সেই সময়কার কথা অনুমান করতে সক্ষম হবেন না। এখন তো একটি বিস্তির্ণ এলাকা আল্লাহতাআলার কৃপায় জলসা-স্থানের জন্য উপলব্ধ আছে, যেটিকে বাঁধানো চার দেওয়ালের মাধ্যমে ঘেরা হয়েছে, এবং এর মধ্যেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাও রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৩৬ সনে যখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বর্ণনা করছেন যে,- এরপর হতে ক্রমশ: দেশবিভক্ত হওয়া পর্যন্ত অধিক প্রশস্ত ব্যবস্থার চেষ্টা হতে থাকে। দেশ বিভক্তের সময় কাদিয়ানকে কতক এমন অবস্থার সম্মুখীণ হতে হয় যখন শুধুমাত্র দারুল-মসীহের আশেপাশের কতকগুলি গৃহেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় বরং কয়েক শত ছাড়া অবশিষ্ট সবাইকে দেশান্তরিত হতে হয় এবং যে যৎসামান্য আহমদীরা থেকে যায় তারা বড়ই দুর্বল ছিলেন কিন্তু আজ পুনরায় আল্লাহতাআলার কৃপায় কাদিয়ান সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইতিহাসের পাতায় উঁকি দিলে আল্লাহাতআলার কৃপাবৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হয়। আজ রাবওয়ার বাসিন্দারাও এই দিনগুলিতে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন হয়তো তবে তাদেরও এটি মনে রাখতে হবে যে, অবস্থা কখনও এক প্রকার থাকে না। ইনশাআল্লাহতাআলা সেখানকার অবস্থারও পরিবর্তন হবে এবং জনপ্রফুল্লতা প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু রাবওয়ার বাসিন্দাদের দোয়ার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। এরূপে পাকিস্তানের বাসিন্দাদেরকে দোয়ার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আল্লাহতাআলা বলেন যে,- وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যে,- 'আর দুর্বলতা দেখিও না এবং দুঃখিত হয়ো না, অবশ্যই তোমরাই সফলকাম হবে যেহেতু তোমরা মোমিন বা বিশ্বাসী'। শর্ত এটিই দেওয়া হয়েছে 'যেহেতু তোমরা মোমিন বা বিশ্বাসী'।

সুতরাং বিশ্বাসে বা ঈমানে আধিক্য এবং দোয়ায় উপর গুরুত্ব প্রদান আল্লাহতাআলার কৃপাবারিকে শোষণ করে অবস্থা পরিবর্তন করে। বলেন যে,- এই পৃথিবীর একশত ত্রিশ কোটি মানুষের জনসংখ্যায় (সেই যুগে যে জনসংখ্যা ছিল) দুই আড়াই শত পূর্ণবয়স্করা একত্রিত হয়েছিলেন এই একনিষ্ঠতার সহিত এবং এই অভিপ্রায়ে যে হযরত মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পতাকা যাকে শত্রুরা ভূপতিত করার চেষ্টায় আছে তারা সেই পতাকাকে নত হতে দেবেন না বরং সেটিকে আঁকড়ে সোজা ধরে রাখবেন এবং নিজেকে নাশ করে দেবেন কিন্তু তাকে নত হতে দেবেন না। এই একশত ত্রিশ কোটি মানুষের সমুদ্রের মোকাবিলা করতে দুই-আড়াই শত দুর্বল মানুষেরা নিজ ত্যাগ স্বীকারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন সেই সময় ১৮৯৫-

৯৬ এ যাঁদের মুখমন্ডলে সেই সমস্ত লিখিত ছিল যা বদরী (বদর যুদ্ধের) সাহাবাদের মুখমন্ডলে লিখিত ছিল যেমন বদরের সাহাবাগণ হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) কে বলেন যে,- হে রসূলুল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমরা দুর্বল এবং শত্রুপক্ষ শক্তিশালী, কিন্তু তারা আপনার নিকট অবধি পৌঁছাতে অক্ষম, যতক্ষণ না আমাদের মৃতদেহের উপর হতে তারা পার না হয়ে যাবে। তাঁদের মুখমন্ডল জানাচ্ছিল যে তাঁরা মানব নয় বরং জীবন্ত মৃত্যু যাঁরা নিজ সত্তার মাধ্যমে মোহাম্মদ (সাঃ) এর সম্মান ও তাঁর ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে এক অন্তীম সংগ্রাম করার জন্য সমবেত হয়েছেন। দর্শকেরা তাঁদেরকে দেখে হাঁসতো এবং দর্শকরা তাঁদেরকে নিয়ে তামাশা করতো এবং আশ্চর্য্য হোত যে এরা কি কাজ করবেন। প্রকৃতপক্ষে এটি কি বস্তু, এটি হোল অন্ধপ্রেম যা মানুষের বুদ্ধিতে আচ্ছাদন এনে দেয় মানুষের দ্বারা এমন এমন ত্যাগ করাতে আরম্ভ করে দেয় আবার এই সেই প্রেম যা ধারণারও অতীত। তারা দুই-আড়াইশত মানুষ যারা একত্রিত হয়েছিলেন তাঁদের হৃদয় নিঃশৃত রক্ত খোদাতাআলার সিংহাসন সম্মুখে আকুতি জানায়। যাইহোক সেই সময় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট কয়েক হাজার মানুষকে বলেছিলেন যে,- সেই দুই-আড়াই শত মানুষের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ফল তোমরা প্রত্যক্ষ করছো। অর্থাৎ এই ভূমিতে সেই সমস্ত মানুষের দীর্ঘশ্বাস বা আহাজারি বর্তমান সেই দুই-আড়াই শত মানুষের দীর্ঘশ্বাস যার পরিণাম তোমরা দেখছো যে ভূমিতে তোমরা উপবিষ্ট আছো এই কাদিয়ানের ভূমিতে। আজ যেভাবে আমি বলেছি যে, কাদিয়ানের জলসা-স্থান আরও বর্ধিত হয়ে গেছে। আমি জলসায় যোগদানকারী সকলকে যারা উপস্থিত হয়েছেন মহিলা-পুরুষ তাদেরকে বলছি যে একটি বিস্তির্ণ ভূমি যেখানে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আছে এক নয় বরং কয়েকটি ভাষায় বক্তব্য পৌঁছানো হচ্ছে। যেখানে এই মুহূর্তে বিভিন্ন জাতির মানুষ উপবিষ্ট আছেন যেখানে পাকিস্তান হতে আগতরা নিজেদের অধিকার হতে বঞ্চিত লোকেরাও উপবিষ্ট আছেন। এই সকল মানুষেরা নিজেদের মধ্যে সেই ঈমান বা বিশ্বাস এবং আন্তরিকতা সৃষ্টি করুন এবং আল্লাহতাআলার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করুন, এক উদ্দীপনা বা প্রেরণা সৃষ্টি করুন যা সেই দুই শত মানুষের মধ্যে ছিল যাদের দৃষ্টান্ত হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিয়েছেন। যদি সেই দুইশত বীজ অথবা আঁটিরা নিজেদের প্রভাব প্রদর্শন করেছেন তাহলে আজ আমাদের এই দায়িত্ব বর্তায় যে এই কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজের বিশ্বাসে অগ্রণী হন তবে যেভাবে আল্লাহতাআলার প্রতিশ্রুতি আছে যে আমাদের জয় সুনিশ্চিত তা হবে, ইনশাআল্লাহ। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা সাত শত তিন কোটি বলা হয় এবং আমাদের সংখ্যা এখনও পৃথিবীর জনসংখ্যার তুলনায় ও নিজস্ব সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে খুবই নগন্য তবুও আমরা কাজ সেইটিই করবো যা আমাদের পূর্বপুরুষরা করে গেছেন। সুতরাং এই কথাটি প্রত্যেক আহমদীর সম্মুখে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ভীষণ বড় সেটিকে আমাদের অর্জন করতে হবে এবং এই সমস্ত মানুষ যারা কাদিয়ানের জলসায় যোগদান করেছেন তাদেরও স্মরণ রাখা উচিৎ যে, এই দিনগুলিতে প্রচুর পরিমাণে দোয়া করুন। হযরত মুসলেহ মাওউদ এই কথার উল্লেখ করতে গিয়ে যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর এমন সহস্র সংখ্যায় নিদর্শন আছে এবং অ-আনুমানিক শাহাদাত হয়েছে যা তার সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করে থাকে, একটি ইলহাম বা ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করে বলেন যে,- তাঁর (আঃ)এর একটি ইলহাম ছিল যে,- يأتيكامن كل فج عميق اور ياتون من كل فج عميق অর্থাৎ- আরও দুর দূরান্ত হতে মানুষ তোমার নিকট আগমন করবে, উপঢৌকন আনা হবে এবং এরূপ বিষয় বলা হবে যা হতে অতিথি আপ্যায়ন করা যায় এবং এমন অগনিত অতিথির আগমন হবে সেই রাস্তা ধ্বসে যাবে যে রাস্তা দিয়ে তারা আসবে। তিনি বলেন যে,- এই নিদর্শন একটি মহান বা দূর্দান্ত নিদর্শন এই মহান নিদর্শনের কোন সময় খোদাতাআলা সংবাদ দিয়েছিলেন সেই পরিস্থিতিকে যারা দেখেছেন এখনও তারা উপস্থিত আছেন। যে সময় এই ভবিষ্যদ্বাণী হয় সে সময় অবস্থা কি ছিল তা যারা দেখেছেন তারা আজও উপস্থিত আছেন। তিনি বলেন,- আমার বয়স তখন অনেক কম, কিন্তু সেই দৃশ্য আজও মনে আছে যেখানে এখন মাদ্রাসা আছে সেখানে নালা ছিল এবং নোংরা ও আবর্জনার স্তূপ ছিল। এরও পূর্বে যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে কেহ জানতো না, খোদাতাআলা তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে দূর দূরান্ত হতে মানুষের আগমন হবে এবং দূরদূরান্ত হতে উপঢৌকন নিয়ে আসবে। এটিই চিন্তা করার বিষয়। আজ কাদিয়ানের যে দৃশ্য আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর কুড়ি-পঁচিশটি দেশ হতে মানুষ এখানে আগমন করছে এবং নূতন নূতন অট্টালিকা এখানে নির্মিত হয়ে চলেছে।

এরপর জলসা সালানার আতিথেয়তার প্রেক্ষাপটে একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- 'আমার স্মরণ আছে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর যুগে সর্বশেষ জলসায় মোট সাতশত মানুষের সমাগম হয়েছিল এবং ব্যবস্থাপনায় কিছু ত্রুটি দেখা দিল যে কতক ব্যক্তি রাত তিন ঘটিকা পর্যন্ত খাবার পায়নি এবং তাঁর উপর ইলহাম হয় যে, يايها النبى اطعموا الجائع والمعتر অর্থাৎ হে নবী! ক্ষুধার্থ ও বিপর্যস্তকে অন্ন দাও। কাজেই পরদিন প্রভাতে জানা গেল যে অতিথিরা রাত তিনটা পর্যন্ত লঙ্গরখানার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তারা খাদ্য পায়নি। তখন তিনি নূতনভাবে বলেন যে, হাঁড়ি চাপাও ও অতিথিদের অন্ন দাও।

কাজেই এক সময়ে সাতশত মানুষের ভোজনের ব্যবস্থাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল এবং এখন আল্লাহতাআলার কৃপায় হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সহিত আল্লাহতাআলার সমর্থনের এই দৃশ্য যে বিভিন্ন জাতির সহস্রাধিক মানুষ কাদিয়ানে সমবেত

হয়েছেন এবং তাদের রুচি অনুযায়ী খাবার রান্না হচ্ছে ও অতিথি আপ্যায়নও হচ্ছে এবং অন্যান্য বিশ্বের জলসাগুলিতেও একইভাবে হচ্ছে।

এটি আল্লাহতাআলার সাহায্য ও সমর্থনের এক বিচিত্র নিদর্শন এবং যে জামাতের সহিত তাঁর সাহায্য থাকে তা এভাবেই বর্ধিত হতে থাকে এবং শত্রুর দৃষ্টিতে আবার তা কাঁটার ন্যায় বাধতেও থাকে, শত্রু শত্রুতাও বাড়তে থাকে, হিংসায়ও বাড়তে থাকে কিন্তু খোদাতাআলার বিধান কার্যকরী না হয়ে থাকতে পারে না এবং শত্রুর হিংসুক দৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি নিজ জামাতকে বৃদ্ধি করতে থাকেন ও পৃথিবীতে উন্নতি দান করতে থাকেন। নিঃসন্দেহে এটির নিজস্ব সত্তাই আমাদের জন্য বড়ই আনন্দের বিষয় কিন্তু তার সাথে আমাদেরকে নিজ দায়িত্বাবলীর দিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করে, এই উদ্ধেশ্যাবলীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যে জন্য আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বয়াতের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি এবং আবার দেখুন যে ভারত ও পাকিস্তান উপমহাদেশেই নয় আজ পৃথিবীর দুইশতর অধিক দেশগুলিতে জামাত বর্ধিত হচ্ছে ও উন্নতি করছে। আল্লাহতাআলার বিধান যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে সেটিই বিজয়প্রাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহতাআলা। জামাত উন্নতি করছে এবং ইনশাআল্লাহতাআলা করতে থাকবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে যার দুটি অর্থ দাঁড়ায়। আমরা এটির কোন বিশেষ অর্থ করতে পারি না এবং না আমাদের জানা আছে যে সেটি কবে এবং কিভাবে পূর্ণ হবে। সেই ইলহামটি হোল "লঙ্গর উঠা দো" এখন এই লঙ্গর এর অর্থ হযরত মুসলেহ মাওউদ বলেন যে,- এই লঙ্গর নৌকার লঙ্গরের অর্থে যদি নেওয়া হয় অর্থাৎ নৌকায় যখন লঙ্গর দেওয়া হয় জলে দাঁড় করানোর জন্য তো এর অর্থ এটি হবে যে বাহিরে চলে যাও এবং খোদাতাআলার বাণীকে সর্বত্র প্রসার করো। এবার লঙ্গর হতে যদি বাহ্যিক লঙ্গরখানা বোঝানো হয় তবে তার অর্থ হবে এই যে, অভিগমনের সংখ্যা এত বেশী হবে যে এবার লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপনা করা সম্ভবপর নয় এজন্য লঙ্গর তুলে দাও আর সকলকে বলে দাও যে, তারা নিজেদের আবাসস্থল ও অন্নের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেয়। দুই প্রকারের অর্থের কোন একটি অর্থকেও আমরা নির্দিষ্ট আখ্যায়িত করতে পারি না আর সময়ও নির্দিষ্ট করতে পারি না তা যে ঘটনার প্রেক্ষাপটেই হোক। যাইহোক যতক্ষণ পর্যন্ত অতিথিদের জন্য আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা মানুষের সাধ্যপূর্ণ হবে সেই পর্যন্ত আমাদের জন্য এটিই নির্দেশ যে 'ওসী মাকানাকা' অর্থাৎ তুমি নিজ গৃহকে বর্ধিত করো এবং অতিথিদের জন্য জায়গা বানাও। তাই এর জন্য কমপক্ষে কাদিয়ানে এবং যেখানে যেখানে অন্যান্য জামাত করতে সক্ষম সেখানে আবাসের জন্য অস্থায়ীভাবে বা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে থাকা প্রয়োজন। আল্লাহতাআলার কৃপায় হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর ইলহাম وسع مكانك- এ অনুযায়ী নিজ আবাসনের ক্ষেত্রেও কাদিয়ানের বাসিন্দাদের মধ্যে এখন আল্লাহতাআলার কৃপায় বড়ই প্রশারণচেতনা জাগ্রত হচ্ছে এবং নূতন নূতন অতিথি-আবাসস্থল ও স্থলের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে এবং অতিথিদের যতটা পারা যায় সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে যতই হোক গৃহের ন্যায় সুব্যবস্থা তো হওয়া সম্ভবপর নয় তাই অতিথিদেরও এদিকে স্মরণ রাখা উচিৎ যে যতটা সুবিধা সরবরাহ করা হয়েছে তার মধ্যে থেকেই আল্লাহতাআলার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে জলসায় আগমনের যেটি প্রকৃত উদ্দেশ্য তা পূরণ করা এবং কেবল আতিথেয়তা বা আবাসস্থলের দিকে মনোযোগী না হওয়া। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর আরেকটি ইলহাম বা ভবিষ্যদ্বাণী ও বাসনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিজ আকাংখা ব্যক্ত করেন যে,- সেই সকল বন্ধুবর্গ যাদের জলসায় আগমন সম্ভব হয় তারা সমবেত হতে থাকুন ও আল্লাহতাআলার গুণগানকে শ্রবণ করা বা শোনানোর মধ্যে যোগদান করতে থাকুন যা এই দিনগুলিতে এখানে করা হয়ে থাকে।

আজ আমরা যখন দেখি যে আল্লাহতাআলার কৃপায় পৃথিবীর বহু দেশ হতে মানুষ কাদিয়ান পৌঁছাচ্ছে। তিনি বলেন যে,- আমাদের জামাতের অধিকাংশ এখন ভারতে আছে এবং পাকিস্তান ও ভারত মিলে এবং তার মধ্যে অধিকাংশ পুরুষদের একটি বৃহৎ অংশ যারা বাৎসরিক জলসার মুহূর্তে কাদিয়ানে পৌঁছাতে পারে। তাই এই দিনগুলিতে কাদিয়ানে আসা কোন এমন অছিলায় বা কারণে রদ করে দেওয়া যার উপশম সম্ভবপর বা যার কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব শুধুমাত্র আদেশের উল্লঙ্ঘনই নয় বরং নিজ সন্তানের উপরও অন্যায় করা হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) র যে আদেশ আছে যে জলসায় এসো, কেবল এটির অবমাননাই করছে না বরং নিজের সন্তানদের উপরও অত্যাচার করছে। ভারতের আহমদীদেরকে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিৎ এবং কাদিয়ানে আসা উচিৎ। কখনও যদি আমেরিকায় আমাদের জামাতের ধনবান ব্যক্তিরা থাকে এবং কাদিয়ানে আসা-যাওয়ার ব্যয়ভার করতে পারে তবে হজ্জ ছাড়া তাদের জন্য এই উদ্দেশ্যেও আবশ্যকীয় হবে যে সে তার জীবনকালের এক বা দুইবার কাদিয়ানের জলসা সালানায় যোগদান করে। কারণ কাদিয়ানে আন্তর্জাতিক বরকত বা কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে এবং কেন্দ্রের আশিস বা কৃপাবলী হতে লাভবান হয়ে থাকে। যদিও সেখানে খেলাফত আর নেই তবুও সেখানে তার আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজমান যা সেখানে গেলে অনুভূত হয়। তিনি বলেন যে,- আমি তো এটি বিশ্বাস রাখি যে, একদিন এমন আসবে যখন দূরদূরান্ত দেশগুলি হতে মানুষ আসবে তাই মসীহ মাওউদ (আঃ)এর একটি রোয়া বা স্বপ্ন আছে যাতে তিনি (আঃ) দেখেছিলেন যে তিনি বাতাসে সন্তরণ করছেন বা ভেসে বেড়াচ্ছেন আর তিনি বলেন যে,- ঈসা তো জলে চলতেন এবং আমি বাতাশে সন্তরণ করছি এবং আমার উপর খোদার কৃপা তাঁর তুলনায় অধিক। এই স্বপ্নটি তিনি

দেখেন। এই স্বপ্ন প্রসঙ্গে আমি মনে করি যে, সেই যুগ সন্নিকটে যে, যেভাবে কাদিয়ানের জলসায় এক্কাগাড়ি সড়ক ঘষে দিত এবং গাড়ি চলে চলে সড়কে গর্ত করে দিত এবং এখন ট্রেন যাত্রীদের কাদিয়ানে পৌঁছাচ্ছে এভাবে কোনও এক সময় জলসার সময়ে কিছু কিছু বিলম্বে এই সংবাদও পাওয়া যাবে যে এই মুহূর্তে অমুক দেশের উড়োজাহাজ এসে পৌঁছেছে, এই কথাগুলি বিশ্ববাসীর নিকটে অদ্ভুত শোনালেও খোদার নিকটে এটি কদাপি অদ্ভুত নয়। আল্লাহতাআলার কৃপায় এখন এই দৃশ্য আমরা বারংবার দেখতে পাচ্ছি যেভাবে আমি বলেছি যে, পৃথিবীর কুড়ি-পঁচিশটি দেশ হতে মানুষ এই সময়ে উড়োজাহাজ মাধ্যমে কাদিয়ানে সেখানে জলসায় এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং কিছু এমন দেশের লোকও আছেন ও স্থানীয় লোকেরা আছেন যাদের সম্পর্কে কল্পনাও করা যেত না যে তারা এখানে পৌঁছাতে পারবেন। আর এও অসম্ভব নয় যে, কোন এক সময়ে কাদিয়ান জলসায় অংশ নিতে চার্টার্ড জাহাজে মানুষের আগমন হবে। তিনি (আঃ) বলেন যে,- খোদাতাআলার এটি সিদ্ধান্ত যে তিনি তাঁর ধর্মের জন্য মক্কা ও মদিনার পর কাদিয়ানকে কেন্দ্র বা মারকজ বানাতে চান, মক্কা ও মদিনা সেই দুই তীর্থস্থান যা হতে রসূল করীম (সাঃ)এর সত্তার বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে। তিনি ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নেতা ও শিক্ষক বা গুরু সেই হিসাবে এই দুই তীর্থক্ষেত্রের কাদিয়ানের উপর উৎকর্ষ অর্জন হয় কিন্তু মক্কা ও মদিনার পর যে স্থানকে আল্লাহতাআলা পৃথিবীর পরিচালনার কেন্দ্র হিসাবে ধার্য করেছেন সেটি এই যে, রসূল করীম (সাঃ) এর প্রতিচ্ছিবি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর এবং যা এই সময় ধর্মর প্রচারের একমাত্র কেন্দ্র। আমার অতি দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে, বর্তমানে মক্কা ও মদিনায় যা পবিত্র স্থান হওয়ার সাথে সাথে প্রচারের বা তবলীগের একমাত্র কেন্দ্রও ছিল আজ সেখানকার বাসিন্দারা এই দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বিস্মৃত হয়ে গেছে কিন্তু এই পরিস্থিতি সর্বদা থাকবে না, ইনশাআল্লাহ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যখন আল্লাহতাআলা এই স্থানগুলিতে অর্থাৎ আরব দেশগুলিতে আহমদীয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করবেন তখন এই পবিত্র তীর্থস্থানগুলি মক্কা ও মদিনাও নিজস্ব ঐশ্বর্য্য ও ঐতিহ্যের দিকে ফিরিয়ে আনা হবে।

একটি উপদেশ আছে যা বড়ই গুরুত্ব দেওয়ার যোগ্য কাদিয়ানের জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে যারা সেখানে উপবিষ্ট শুনছেন এবং অন্যান্য স্থানেও যারা শুনছেন, যেখানে ফুল পাওয়া যায় সেখানে কাঁটাও থাকে। একইভাবে উন্নতির সাথে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ এবং উত্থানের সহিত পতন লেগেই থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক সেই বস্তু যা ভাল ও উন্নতমানের হয়ে থাকে তাকে অর্জন করার পথে কিছু বিরোধী শক্তিও হয়ে থাকে তাই তার উপর এমন এমন বিপদ বা দুর্দশা আসে যে দুর্বল এবং দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তিগণ পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কষ্টের সম্মুখীণ হতে হয় কিন্তু কতক দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারীদের পদস্খলন ঘটে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ বলেন যে,- কাদিয়ানে আগত ব্যক্তিদের আমি এই উপদেশ দিতে চাই যে, অত্যাধিক জনতার ভিড় ও কর্মচারীদের অভাবের দরুন যদি আপনাদের কোন প্রকারের কষ্ট পৌঁছায় তাহলে বিচলিত হবেন না, পদস্খলিত হবেন না। এই উপদেশ সর্বদা স্মরণ রাখা উচিৎ সে এখানকার জলসা হোক বা অন্য কোথাও।

যদিও যারা অতিথি আপ্যায়ন করেন তারা সর্ব প্রকার চেষ্টা করে থাকেন যে সর্বতভাবে অতিথিদের সুবিধা প্রদানের। তবুও কোন না কোন অভাব থেকে যায় তাই যেভাবে আমি বলেছি যে, আজও কাদিয়ানে আগত অতিথি বা অন্য কোথাও জলসায় অতিথিগণ মনে রাখবেন যে ব্যবস্থাপনার দিক হতে কিছু কষ্ট যদি পৌঁছায় তো আনন্দের সহিত তা সহ্য করে নেবেন এবং এটিকে নিজ বিশ্বাসের বা ঈমানের পদস্খলনের কারণ বানাবেন না। আল্লাহতাআলা কাদিয়ানের জলসা ও অন্যান্য জলসাগুলিকে স্বীয় কৃপা ও কল্যাণের সহিত এই দিনগুলিকে অতিবাহিত করুন ও এর সমাপ্তি করুন এবং প্রতিটি জলসা আল্লাহতাআলার কৃপা এবং কল্যাণকে সংগ্রহকারী করুন এবং সকল যোগদানকারী হযরত মসীহ মাওউদ (অঃ)এর দোয়ার অংশীদারও হোন ও নিজেরাও এই দিনগুলিতে প্রচুর দোয়া করুন।

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 25th December, 2015

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA